ঝিনাইদহ-৪ আসনে রাশেদকে অবাঞ্চিত ঘোষণা করে, কাফনের কাপড় পরে বিএনপির বিক্ষোভ

ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ ও সদরের আংশিক) আসনে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানকে অবাঞ্চিত ঘোষণা করে বিক্ষোভ মিছিল করেছে উপজেলা বিএনপি।

আজ শুক্রবার বিকালে বিএনপি’র হাজার হাজার নেতাকর্মীরা কাফনের কাপড় পরে এ বিক্ষোভ মিছিল করেন। এসময় তারা রাশেদের চামড়া তুলে নেব আমরা, ঝিনাইদহে-২ ছিলি ২এ যা, নইলে চামড়া থাকবে না ও বহিরাগতদের আস্থানা এই আসনে হবে না বলে শ্লোগান দিতে থাকেন।

এতে নেতৃত্ব দেন, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ ও প্রয়াত সাবেক সংসদ সদস্য শহিদুজ্জামান বেল্টুর সহধর্মীনি জেলা বিএনপির উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য মুর্শিদা জামান বেল্টু। তারা দুইজনই এ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন। তাদের বঞ্চিত করে এ আসনে বিএনপি শরীক দল গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানকে মনোনয়ন দেন বিএনপি। গত বুধবার দুপুরে গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা দেন। এরপর থেকে ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠেন স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা।

তাদের দাবি এ আসন থেকে রাশেদ খানকে প্রত্যাহার করতে হবে। এখানে সাইফুল ইসলাম ফিরোজ অথবা মুর্শিদা জামানের মধ্যে একজনকে দলীয় মনোনয়ন দিতে হবে। যারা এ আসনে ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে দলের সাংগঠনিক কাজ করেছেন তাদের মূল্যয়ন করতে হবে। তা না হলে বিএনপি মনোনিত প্রার্থী গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদকে এখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলে হুশিয়ারি দেন। এসময় অনেক বিএনপি কর্মীকে কাফনের কাপড় পরে অংশ নিতে দেখা যায়।

জেলা বিএনপি’র উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য মুর্শিদা জামান বেল্টু বলেন, আমরা কোন বহিরাগতকে এখানে চাই না। আমরা দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের দু:শাসন উপেক্ষা করে দল করেছি, রাজপথে লড়াই সংগ্রাম করেছি।

এখন অন্য কাউকে এখানে মনোনয়ন দিলে আমরা মানতে পারি না। আমরা চাই এখানে দলীয় নেতার হাতে ধানের শীষ তুলে দেওয়া হোক।

স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ বলেন, গণ অধিকারের ও রাশেদ খান ঝিনাইদহ-২ আসনে নির্বাচন করবেন বলে দল থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। আমরা ধরে নিয়েছিলাম আমাদের নেতা, বাংলাদেশের নেতা দেশ নায়ক তারেক রহমান দেশে এসে ঝিনাইদহ-৪ আসনের প্রার্থী ঘোষণা করবেন কিন্তু সেই সময়ে এই বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক ষড়যন্ত্র করে অর্থের বিনিময়ে একজন বহিরাগতকে মনোনয়ন দিয়েছেন। প্রিয় কালীগঞ্জবাসি আপনারা ভোটের মালিক। আপনারা যদি বলেন আমি রাজনীতি করবো না। আপনারা যদি বলেন আমি নির্বাচন করবো। এসময় উপস্থিত জনতা সাইফুল ইসলাম ফিরোজকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনের জন্য আহবান জানান।

রাশেদকে মনোনয়ন দেওয়ার সংবাদে কানে ধরে বিএনপি’র রাজনীতি করবেন না বলে ঘোষণা দেন ফরহাদ হোসেন ও শাকিল আহম্মেদ নামের দুই যুবক। যার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তারা দুইজনই উপজেলা যুবদলের কর্মী বলে জানা গেছে।
এ আসন থেকে স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ বলেন, উপজেলা

বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক হামিদুল ইসলাম হামিদ ও জেলা বিএনপি’র উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য সাবেক সংসদ সদস্য শহিদুজ্জামান বেল্টুর সহধর্মীনি মুর্শিদা জামান দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন। তারা সবাই স্থানীয় রাজনীতিতে আলাদা আলাদা গ্রুপ নিয়ে কর্মসূচী পালন করতেন।

গাংনীর গোপালনগর গ্রামের এসআই রাশেদ পুকুরে ডুবে নিহত

কলারোয়া থানা চত্ত¡রের পুকুরে গোসল করতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছেন গাংনী উপজেলার গোপলনগর গ্রামের ছেলে উপপরিদর্শক

(এসআই) আরিফুর রহমান ওরফে রাশেদ।
এসআই রাশেদ গাংনী উপজেলার গোপালনগর গ্রামের লোকমান হোসেনের ছেলে।
আজ রবিবার (২৯ মে) সকাল সাড়ে ৯টার সময় সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানা চত্বরের পুকুরের পানিতে ডুবে মারা যান তিনি।
রাশেদের বন্ধু গোপালনগর গ্রামের নুরুল ইসলাম জানান, রবিবার সকালের দিকে আরিফ হোসেন কলারোয়া থানা চত্বরের একটি পুকুরে গোসুল করতে যান। গোসল করার এক পর্যায়ে সে পানির মধ্যেই তার হার্ট অ্যাটাক হয়।
এসময় সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে কলারোয়া হাসপাতালে নিলে, কর্তব্যরত ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন। কলারোয়া থানার ওসি নাছির উদ্দীন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
পারিবারিক সূত্র জানান, এর আগে রাশেদ কুষ্টিয়া সদর থানা ও কুষ্টিয়া জেলা গোয়েন্দা পুলিশে দীর্ঘদিন যাবৎ কর্মরত ছিলেন। চার মাস পূর্বে কুষ্টিয়া থেকে সাতক্ষীরার কলারোয়া থানায় বদলি হন তিনি। এসআই রাশেদ তিন সন্তানের জনক ছিলেন।